দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 18 APR 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

ঢাবিতে টেলিফোন ভাতার ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক ও সরকারের অডিট দলের আপত্তি

টেলিফোন ইস্যুতে শিক্ষক মহলে তোলপাড়

শাহজাহান ভূঁইয়া

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টেলিফোনে কথা বলা এবং শিক্ষকদের দেয়া 'টেলিফোন ভাতা' নিয়ে তোলপাড় চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিনা পয়সায় এবং অবাধে-অনির্দিষ্ট সময় ধরে টেলিফোনে কথা বলতে চান। পাশাপাশি সব নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টেলিফোন ভাতাও নিতে চান। টেলিফোনে অতিরিক্ত বিলের প্রেক্ষিতে সম্প্রতি কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএবিএক্স থেকে টেলিফোন সীমিত করে দিয়েছে। এছাড়া বিশ্বব্যাংক এবং সরকারী অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে শিক্ষকদের দেয়া টেলিফোন ভাতার বিষয়টি নিয়েও আলোচনা শুরু করেছে। আর এসব নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে বিতর্ক, তোলপাড় এবং টানাপোড়েন। গতকাল (মঙ্গলবার) শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর আনোয়ার হোসেন ভিসি প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজকে একটি পত্র দেন। এতে পিএবিএক্স ফোন সীমিত/কর্তন এবং টেলিফোনভাতার ব্যাপারে সরকারী অডিট আপত্তির নিন্দা জানানো হয়। পত্রে গত ৯ এপ্রিল শিক্ষক সমিতির এক জরুরি সাধারণ সভার রেফারেন্স দেয়া হয়েছে। এতে অতিরিক্ত বিলের কারণে সিন্ডিকেট কর্তৃক সম্প্রতি গৃহীত 'টেলিফোনে প্রতি কলের সময়সীমা ৫ মিনিট নির্ধারণ এবং মোবাইলে (আউটগোয়িং) কল বন্ধ' সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের

৫-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ঢাবিতে টেলিফোন ভাতার ব্যাপারে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

তীব্র নিন্দা জানানো হয়। এছাড়া শিক্ষকদের দেয় 'টেলিফোন ভাতার ব্যাপারে রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের আপত্তি এবং তা শিক্ষক সমিতিতে পাঠানোর ঘটনারও নিন্দা জানানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, 'টেলিফোন ভাতার ৮শ' টাকা থেকে আরও বৃদ্ধির পাশাপাশি 'টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট ভাতা' নামে এর নতুন নামকরণের দাবী জানানো হয়। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে সিন্ডিকেট শিক্ষক সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্ত সমিতির সঙ্গে পূর্ব-আলাপ ছাড়া না নেয়ার ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হয়েছে পত্রে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিগত দু'বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির চাপে কর্তৃপক্ষ সব শিক্ষকের (১৪৭৫ জন) জন্য মাসে ৮০০ টাকা করে টেলিফোন ভাতা দেয়ার রীতি এবং আইন না থাকা সত্ত্বেও সিন্ডিকেট শিক্ষকদের অতিরিক্ত সুবিধা দেয়ার এই নিয়ম চালু করে। সূত্র জানায়, এভাবে ৮শ' টাকা করে ভাতা দেয়ার কারণে প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ কোটি ১০ লাখ টাকা করে গচ্চা দিতে হচ্ছে। বিগত দু'বছরে এ খাতেই কেবল অতিরিক্ত ২ কোটি ২০ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। সাবেক ট্রেজারার বিগত এক সিনেট অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় বৃদ্ধির জন্য এই অপরিকল্পিত খাতের খাতকে চিহ্নিত করে বক্তৃতা করেন। যার কারণে পরবর্তীতে তাকে রোষানলে পড়তে হয়েছিল।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ১৮শ' পিএবিএক্স লাইন রয়েছে শিক্ষকদের বাসা, অফিস এবং আবাসিক এলাকাসহ বিভাগ, হল, ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমিতিতে। পিএবিএক্স থেকে মোবাইল ফোনসহ এনডব্লিউডি কল ফ্রি করা যায়। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সংশ্লিষ্টরা অবাধে এবং বেহিসাবে মোবাইলসহ বাইরে ফোন করে থাকেন। গত নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্রাতিরিক্ত ফোন বিল আসে। জানা গেছে, অন্যান্য সময়ে ৩ লাখ টাকা বিল আসলেও এই দু'মাসে যথাক্রমে ১০ লাখ ও ১১ লাখ টাকা বিল আসে। এইঅতিরিক্ত বিলের কারণ খুঁজতে গিয়ে কর্তৃপক্ষ জানতে পারে, আউটগোয়িং কলের ৮০ ভাগই মোবাইল ফোনের কল। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষ স্পেশাল সফটওয়্যার তৈরি করে পিএবিএক্স থেকে মোবাইলে আউটগোয়িং কল বন্ধ এবং ল্যান্ডফোনে একাধারে ৫ মিনিটের বেশী ফোনে কথা বলার সুযোগ বন্ধ করে দেয়। শিক্ষক সমিতি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নি[illegible]

জানা গেছে, সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক এবং স[illegible] স্থানীয় রাজস্ব অধিদফতর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ শতাধিক বিষয়ে অডিট আপত্তি দিয়েছে। শিক্ষকদের টেলিফোন ভাতা এরমধ্যে অন্যতম। সূত্র জানায়, শিক্ষকদের টেলিফোন ভাতা দেয়ার বিষয়টিতে অডিট দল কড়া ভাষায় মন্তব্য করেছে। একই সঙ্গে শিক্ষকদের নিকট থেকে দেয় অর্থ আদায়েরও নির্দেশ দিয়েছে।

জানা গেছে, স্থানীয় রাজস্ব অডিট দলের সঙ্গে আগামী ২২ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসবে এ নিয়ে। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংকের 'পারফরমেন্স অডিট'র ব্যাপারে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে ট্রেজারার প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ জানান।

এ ব্যাপারে ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি শিক্ষক সমিতির পত্র পাওয়ার কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, শিক্ষকদের ন্যায্য দাবী ও অভিমতের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল এবং সব সময় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় রাখা হয়। তবে আর্থিক নীতিমালার বিষয়টি সতর্কতার সঙ্গে দেখতে হয়। কর্তৃপক্ষ এমন কোন ব্যবস্থা করতে চান না যা শিক্ষকদের অবসরের সময়ে ঝামেলা, জটিলতা ও সমস্যার সৃষ্টি করে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রশাসনের একজন শীর্ষ ব্যক্তি জানান, শিক্ষকরা এভাবে বাড়াবাড়ি করলে সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে 'আম-ছালা' দুটোই যাবে। তিনি নিজেও একজন শিক্ষক। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে দর কষাকষি করা উচিত বলে এই কর্মকর্তা মন্তব্য করেন।